চুয়াডাঙ্গায় শীতে মানুষের দূর্ভোগ

চুয়াডাঙ্গায় তীব্র শীত অব্যাহত রয়েছে। শনিবার চুয়াডাঙ্গার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সকাল থেকে চারদিক ঢাকা ছিল ঘন কুয়াশায়। সারাদিন সূর্যের মুখ দেখা যায় নি। কুয়াশার সাথে বাতাস থাকায় শীত অনুভুত হয়েছে বেশি। তীব্র শীতের কারণে শ্রমিক শ্রেণির মানুষদের পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ। হাসপাতালেও শীতজনিত রোগির চাপ বেড়েছে।

চুয়াডাঙ্গার প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামাদুল হক জানান, শনিবার সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল ৯টায়ও ছিল একই তাপমাত্রা। বাতাসের কারণে শীত বেশি অনুভুত হয়েছে।

কৃষকরা বলছেন, তীব্র শীতের কারণে কৃষি ফসলের ক্ষতির আশংকা আছে। বিশেষ করে বীজতলা ও পানবরজে ক্ষতি হওয়ার ভয় আছে। চুয়াডাঙ্গা তালতলা গ্রামের পানচাষী রকিব হোসেন বলেন, তীব্র শীত অব্যাহত থাকলে পান পাতা ঝরে পরার ভয় থাকে। তা যদি হয় তাহলে পানচাষীদের বড় ধরণের ক্ষতি হবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শামীম কবির জানান, শীতজনিত রোগে আক্রান্ত রোগিরা হাসপাতালে আসছেন। শিশু ও বয়স্করা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। শীতজনিত ডায়রিয়ার প্রকোপও দেখা দিয়েছে।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দূর্ঘটনায়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

প্রথম পুরুষ্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছে একটি গরু এবং রানাস আপ দলকে দেওয়া হয়েছে একটি ছাগল। খেলার প্রথর্মাধে মোনাখালি একাদশের খেলোয়াড় লিখন ও যাদ্রি একটি করে গোল করে।

দ্বিতীয়ার্ধে শিবপুর একটি করে গোল করে। সেরা খেলোয়াড় হিসেবে পুরুষ্কার পেয়েছেন মোনাখালী একাদশের রক্ষনভাগের খেলোয়ার দেলোয়ার হোসেন। সেরা দলনেতা হিসেবে পুরুষ্কার পেয়েছেন বিজয়ী দলের অধিনায়ক শরিফুল ইসলাম।

খেলা শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোনাখালী ইউপে চেয়ারম্যান ও খেলা আয়োজক কমিটির সভাপতি মফিজুর রহমান মফিজ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ী দলের হাতে প্রথম পুরুষ্কার একটি গরু ও রানাস আপ দলের হাতে একটি ছাগল তুলে দেওয়া হয়।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গা-গ্রামের নারীদের নিপুন হাতের ছোঁয়ায় তৈরী হয় কলাই ডালের বড়ি

গ্রামের নারীদের হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হয় কলাই ডালের বড়ি। তবে আগের মতো আর ব্যাপক হারে নেই। আসলে গ্রামে গ্রামে কমেছে বড়ি তৈরির উদ্দীপনা।

মাস কলাইয়ের ডাল ও চাল কুমড়ার সমন্বয়ে তৈরি এই খাদ্যপদটির জন্য নারীদের প্রস্তুতি দেখা যায় শীত মৌসুমের আরও দু’তিন মাস আগে থেকে। বড়ি প্রস্তুতের জন্যই অনেকে বাড়িতে চাল কুমড়ার চারা লাগান।

উৎপাদিত চাল কুমড়া সংরক্ষণ করে শীতের কোনো এক সুবিধাজনক সময়ে

বাজার থেকে ঠিকরে কলাইয়ের ডাল সংগ্রহ করে গ্রামের নারীরা লেগে যান বড়ি তৈরির কাজে। এ যেন এক উৎসব। তৈরি করা বড়ি সংরক্ষণ করে রাখা যায় বছরজুড়ে। সারা বছরই বিভিন্ন তরকারির সঙ্গে রান্না করে খাওয়া যায় এটি।

এখন শীত মৌসুম। বড়ি তৈরির অন্যতম সময়। আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামে বড়ি তৈরি করতে দেখা গেলো গৃহবধূ শাবানা খাতুনকে। তিনি জানান, বড়ি দেওয়ার জন্যই বাড়িতে চাল কুমড়ার চারা লাগিয়ে ছিলেন। তাতে বেশ ফলনও হয়েছে। পরে বাজার থেকে তিন কেজি ঠিকরে কলাই ডাল সংগ্রহ করেন তিনি।

বড়ি দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, চাল কুমড়া ভালো করে কেচে মিহি করে নিতে হয়। অন্যদিকে ডাল ভিজিয়ে মিহি করে বাটতে হবে। পরে কুমড়া ও ডাল মিশিয়ে খামির তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে অনুপাত হবে দুই কেজি ঠিকরে কলাই ডাল ও আড়াই কেজি চাল কুমড়া।

কুমড়া ও ডালের খামির হয়ে গেলে শুকনা পরিষ্কার কাপড় রোদে বিছিয়ে বা টাঙিয়ে তার ওপর ছোট্ট ছোট্ট করে বড়ি দিতে হবে। শুকিয়ে মচমচে হয়ে গেলে সংরক্ষণ করে প্রয়োজন মতো রান্না করে খাওয়া সম্ভব যে কোনো সময়।

কুমারী গ্রামের ছবিরন জানায়, আগে বাড়ি-বাড়ি বড়ি তৈরির উৎসব হতো। কিন্তু এই যুগে নারীদের মধ্যে সেই উৎসাহ বা আগ্রহ দেখি না। আবার চাল কুমড়া প্রাপ্তিও দুঃসাধ্য। সব মিলিয়ে বড়ি দেওয়ার রেওয়াজ কমে যাচ্ছে। তারপরও গ্রামের বেশ কিছু বাড়িতে এ বছর বড়ি তৈরি করতে দেখা গেছে।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

শুক্রবারও মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বনিম্ন

তাপামাত্রা রেকর্ড

শুক্রবারও মেহেরপুর সহ চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বনি¤œ তাপামাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। সকাল ৯টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এ কারণে তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস বলছে তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রীর উপরে থাকলেও অনুভ‚ত হচ্ছে ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে।

আবহাওয়া অফিস বলছে, সারাদেশে চলছে মৃদু শৈতপ্রবাহ। এ ধারা মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গাতে অব্যাহত রয়েছে।

স্থানীয়দের মতে, তীব্র শীতে কষ্টে রয়েছে জেলার নি¤œ আয়ের মানুষেরা। শ্রমিক শ্রেণির মানুষেরা কাজে যেতে পারছেন না। শীতবস্ত্রের অভাবে অনেকেই কষ্ট পাচ্ছেন বলে জানান কয়েকজন নিম্ন আয়ের মানুষ।

সকাল থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে চুয়াডাঙ্গার আকাশ। রাস্তায় চলাচল করা যানবাহনগুলো লাইট জালিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে। খেটে খাওয়া মানুষেরা পেটের তাগিদে শহরে ছুটে আসলেও তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে কম।এতে ভোগান্তিতে পড়ছেন তারা।

আবহাওয়া অফিসের মতে, ভৌগলিক কারণে চুয়াডাঙ্গাতে বরাবরই শীতের সময় বেশি শীত এবং গরমের সময় বেশি গরম অনুভ‚ত হয়। তবে চলমান মৃদু শৈতপ্রবাহের কারণে জেলায় বেশি শীত অনুভ‚ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে পরপর দুদিন (১৯ ও ২০ ডিসেম্বর) মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র পর্যবেক্ষক মো. রকিবুল হাসান বলেন, আগামী আরো দুই-একদিন শীতের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। আগামী ২৪-২৫ ডিসেম্বরের দিকে শৈতপ্রবাহের সাথে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

রুয়েটে ভর্তি হলো গাংনীর মেয়ে সাদিয়া আফরিন আশা

গাংনীর শিক্ষক দম্পতি মো: আসাদুল হক ও মোছা: শাহিনা আক্তারের মেয়ে সাদিয়া আফরিন আশা রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হয়েছে।

সাদিয়া আফরিন আশা ২০১৭ সালে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এস এস সি ও ২০১৯ সালে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে এ প্লাস নিয়ে পাস করে রুয়েট এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হয়েছে। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

স্যার ফজলে হাসান আবেদ আর নেই

ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ আর নেই। শুক্রবার রাত ৮টা ২৮ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি স্ত্রী, এক মেয়ে, এক ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আগামী রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত তার মরদেহ ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হবে। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টায় আর্মি স্টেডিয়ামেই নামাজে জানাজা সম্পন্ন হবে। জানাজার পর ঢাকার বনানী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

স্যার ফজলে হাসান আবেদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

ফজলে হাসান আবেদ ১৯৩৬ সালের ২৭ এপ্রিল বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাবনা জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ব্রিটেনের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেভাল

বিদেশে পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার ও স্বীকৃতি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার
ফজলে হাসান আবেদ সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বিশ্ব জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান এবং বিশ্বব্যাপী দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ফজলে হাসান আবেদ ২০১৬ সালে ‘টমাস ফ্রান্সিস জুনিয়র মেডেল অব গ্লোবাল পাবলিক হেলথ’ পদক লাভ করেন। খাদ্য ও কৃষিক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে ‘ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ’ লাভ করেন। ২০১৩ সালে তিনি হাঙ্গেরির ‘সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি’ (সিইইউ) থেকে ‘ওপেন সোসাইটি প্রাইজ’ লাভ করেন। ২০১১ সালে তিনি কাতার ফাউন্ডেশন প্রবর্তিত শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বোচ্চ পুরস্কার ‘ওয়াইজ প্রাইজ’ লাভ করেন। ২০১০ সালে দারিদ্র্য-বিমোচনে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি যুক্তরাজ্যের অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মানজনক উপাধি ‘নাইটহুড’ লাভ করেন।

এ ছাড়া তিনি ডেভিড রকফেলার ব্রিজিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০০৮), ক্লিনটন গ্লোবাল সিটিজেনশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০০৭), হেনরি আর ক্রাভিস প্রাইজ ইন লিডারশিপ (২০০৭), দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রদত্ত আজীবন সম্মাননা (২০০৭), গেটস্ অ্যাওয়ার্ড ফর গ্লোবাল হেলথ (২০০৪), মানব উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ইউএনডিপি মাহবুবুল হক অ্যাওয়ার্ড (২০০৪), গ্লেইটসম্যান ফাউন্ডেশন পুরস্কার (২০০৩), দ্য শোয়াব ফাউন্ডেশন সোশ্যাল এনট্রাপ্রেনিওরশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০০২), ওলফ পামে অ্যাওয়ার্ড (২০০১), ইউনিসেফ মরিস পেট অ্যাওয়ার্ড (১৯৯২), অ্যালানশন ফেইনস্টেইন ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার পুরস্কার (১৯৯০), ইউনেসকো নোমা পুরস্কার (১৯৮৫) এবং র্যামন ম্যাগসাইসাই অ্যাওয়ার্ড ফর কমিউনিটি লিডারশিপ (১৯৮০) লাভ করেন।

মানবিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ব্র্যাক বিশ্বের সর্ববৃহৎ পুরস্কার কনরাড এন হিলটন হিউম্যানিট্যারিয়ান অ্যাওয়ার্ড (২০০৮) এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ (২০০৭) অর্জন করেছে।

স্বীকৃতি
অশোকা ফজলে হাসান আবেদকে অন্যতম ‘গ্লোবাল গ্রেট’ স্বীকৃতিতে

ভূষিত করেছে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ‘গ্লোবাল অ্যাকাডেমি ফর সোশ্যাল এনট্রাপ্রেনিওরশিপ’-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ২০১০ সালে জাতিসংঘের মহাপরিচালক বান কি মুন ফজলে হাসান আবেদকে বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ‘স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গে’র একজন হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

সম্মানসূচক ডিগ্রি
ফজলে হাসান আবেদ বিশ্বের নানা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি (২০১৪), যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি (২০১২), যুক্তরাজ্যের বাথ ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব লজ (২০১০), যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব লেটার্স (২০০৯), যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব লজ (২০০৮), যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট অব হিউম্যান লেটার্স (২০০৭), যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর ইন এডুকেশন (২০০৩), কানাডার কুইন্স ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব লজ (১৯৯৪) উল্লেখযোগ্য।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে তিব্রশীতে জনজীবন বিপর্যস্ত-বেড়েছে গরম কাপড়ের চাহিদা

মেহেরপুর সহ সারা দেশে গত বুধবার থেকে হঠাৎ করেই বেড়েছে শীতের প্রকোপ। দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড বরা হয়েছে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গায় ৭.৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আজ শুক্রবারও দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গায়। তিব্রশীতে জনজীবন হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। বিশেষ করে খেটে মানুষরা পড়েছে বেশি বিপদে। তিব্রশীতে কাজ না থাকায় বিপদে পড়েছে দিন-মজুরাও।

গ্রাম-গঞ্জ থেকে কাজের সন্ধানে মেহেরপুরে আসা দিন মজুরের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। এদের মধ্যে হাসেম, জয়নাল, ইজারুল নামের দিন মজুরের সাথে কথা বলে যানা যায় বেশি শীতের কারনে কজে আসতে পারেনি অনেকেই। তাছাড়া কাজও খুব একটা নেই।

এদিকে শীতের পকোপ থেকে রেহাই পেতে গরম কাপড় কিনতে ভিড় জমাচ্ছে দোকান গুলোতে। শুক্রবার মেহেরপুর গরুর হাট সংলগ্ন পুরাতন কাপড়ের দোকনগুলো উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। নিম্ন-মধ্যবিত্তরা এই সব পুরা তন কাপড়ের দোকান থেকে সংগ্রহ করছে মোটা কাপড়ের পোশাক।

এছাড়াও গ্রাম ও শহরের অলিগলিতে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করতে দেখা যায় অনেককেই। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে গরিব মানুষদের দেওয়া হচ্ছে কম্বল।

এদিকে হঠাৎ করে শীতের তিব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে বেড়েছে রোগীর সংখ্যা। গত দুই দিনে প্রায় শ-খানেক রোগী ভর্তি হয়েছে আবহাওয়া জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে।

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গার আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস সুত্রে জানা যায়, শীতের তিব্রতা আরও বেশি হতে পারে। এছাড়াও চলতি মাসেই একটি শৈত প্রবাহ হওয়ার আশঙ্খা রয়েছে।

জেলা প্রশাসক আতাউল গনি জানান, আমরা ইতি মধ্যে অসহায় গরিবদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছি। আমাদের কাছে এখনো পর্যাপ্ত কম্বল সংরক্ষিত আছে। সেগুলো বিতরণ করা হবে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

আওয়ামীলীগের জাতীয় সম্মেলন শুরু কিছুক্ষণ পর

আওয়ামীলীগের জাতীয় সম্মেলন শুরু কিছুক্ষণ পর। সম্মেলনের জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উপস্থিত হয়েছেন নেতাকর্মীরা। সম্মেলনে

বিকেল ৩টার দিকে আসবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনেকেই বর্ণিল সাজে উপস্থিত হয়েছেন সম্মেলনস্থলে। প্রস্তুত করা হয়েছে মঞ্চ।

আজ শুক্রবার সম্মেলনস্থলে দেখা যায়, হাজার হাজার নেতাকর্মীকে সম্মেলন উপলক্ষে জমায়েত হয়েছেন। তাদের জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে সম্মেলনস্থল। বর্ণিল সাজে সেজেছে পদ্মা সেতু, নৌকা, স্মৃতিসৌধ ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ডামি সজ্জিত মঞ্চ।

সম্মেলনে অংশ নিতে আসা আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা রাজধানীর রমনা পার্ক এলাকায়ও ভিড় জমিয়েছেন। একইসঙ্গে সম্মেলনস্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিশুপার্ক সংলগ্ন গেটেও অবস্থান নিয়েছেন তারা।

সম্মেলন ঘিরে এবং প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে মৎস্য ভবন এলাকা থেকে শাহবাগ পর্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে। বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অবস্থান নিয়েছেন। একইসঙ্গে মৎস্য ভবন থেকে শাহবাগ এলাকা পর্যন্ত যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে।

নিয়ম বহির্ভূতভাবে করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮টি গাছ কর্তনের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের করমদি মাধ্যমিক বিদ্যলয়ের ৮টি গাছ কর্তন করা হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর রাত থেকে বিজয় দিবস ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ গাছগুলো কাটা হয় বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা রাতের আঁধার থেকে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের মধ্যে গাছ কাটার বিষয়টি কে স্বাভাবিক ভাবে দেখছেন না। স্থানীয়দের অনেকে

জানান, বিদ্যালয়ের গাছ কাটতে হলে অনেক নিয়ম মেনে তবেই গাছ কাটতে হয়। এখানে বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ ও প্রধান শিক্ষক সে নিয়মকে উপেক্ষা করে বিদ্যালয়ের গাছ কর্তন করেছেন।

তবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ আলম হুসাইন বলেন, বিদ্যালয়ের গাছ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে কাটা হয়েছে। আর আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে গাছ কাটিনাই। আমরা আমাদের সুবিধা মতো সময়ে গাছ কেটেছি সকলেই জানে।

প্রধান শিক্ষক বলেন, বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষের শিক্ষার্থীদের বসার অসুবিধা হওয়ায় অনেক গুলো বেঞ্চের প্রয়োজন হওয়ায় এই গাছ কাটতে হয়েছে তাছাড়া গাছগুলোর বয়সও অনেক। তবে বিদ্যালয়ের সভাপতি লাইলা আরজুমান বানু শিলা জানান, সিমানা প্রাচির করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

সুত্রমতে বিদ্যালয়ের গাছ কাটতে হলে পরিবেশ মন্ত্রাণলয়ের অনুমোদন নিয়ে বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের রেজুলেশন করে গাছ কাটতে হয়।
এ প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ আলম হুসাইন সাংবাদিকদের বলেন, বিদ্যালয়ের জমির নিজেস্ব গাছ আমরা কেটেছি এখানে উপর মহলের কোন অনুমতির প্রয়োজন হয়না। শুধুমাত্র পরিচালনা পর্ষদের অনুমতি সাপেক্ষে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে গাছ কাটার নিয়ম আছে।

তবে রেজুলেশন দেখতে চাইলে তিনি বলেন, রেজুলেশন করা হয়েছে খাতাটি তার বাসায় রয়েছে পরে দেখানো যেতে পারে। পরে যোগযোগ করা হলে তিনি বলেন আসলে রেজুলেশন খাতাটি বিদ্যালয়েই রয়েছে আমার জানা ছিলনা পরে রেজুলেশন খাতা দেখানো যাবে। স্থানীয় অনেকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, গাছগুলো ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা হতে পারে।

বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি লাইলা আরজুমান বানু শিলা জানান, লিখিত ভাবে প্রধান শিক্ষক আমাকে জানায়নি। তবে মৌখিকভাবে জানিয়েছিল। আমি তাকে নিয়মের মধ্যে থেকে যেটা হয় সেভাবে কাজ করতে বলেছি। সভাপতি আরও বলেন, প্রধান শিক্ষককে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে কথা বলে বিধিমোতাবেক যেটা হয় সেভাবে গাছ কাটতে হবে। বিধির বাইরে গেলে আমি সেটা মেনে নেবনা।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান সাংবাদিকদের জানান, বিদ্যালয়ের সভাপতির দায় দিয়ে কোন গাছ কাটা যাবেনা। বিদ্যালয়ের গাছ কাটতে হলে অবশ্যই এর একটি নিয়ম আছে বিধি আছে সে বিধি মোতাবেক গাছ কাটতে হবে। তিনি বলেন সেখানে ভূমি কর্মকর্তাকে

তদন্ত করে দেখতে বলা হয়েছে। তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- নিজস্ব প্রতিবেদক